বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩ অর্থ বছর

RURAL DEVELOPMENT SANGSTHA (RDS)

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩)

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস)

৪৯ গৃর্দানারায়ণপুর, শেরপুর শহর, শেরপুর
+৮৮০-০২৯৯৭৭৮২০২১
rdssher@gmail.com

সূচিপত্র (**Contents)**

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
সভাপতির বানী	০১
নির্বাহী পরিচালকের বানী	০২
আরডিএস পরিচিতি	০৩
আইনগত বৈধতা, ভিশন, মিশন, লক্ষ্য	০৪
উদ্দেশ্য	০৫ -০৬
এসডিজি গোল	০৬
সাংগঠনিক কাঠামো	০৭-০৮
কার্যক্রম ও কর্মএলাকা, উপকারভোগী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী	০৯-১০
অর্গানোগ্রাম	১১
আরডিএস এর সহযোগী সংস্থা সমূহ	১২
সঞ্চয় কর্মসুচি	১৩
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি-বুনিয়াদ, জাগরণ,অগ্রসর, সুফলন, গৃহায়ন,এমডিপি,এমডিপিএএফ ঋণ	১৪ - ১৮
রেইজ প্রকল্প	১৮ - ১৯
বিডি রুরাল ওয়াশ প্রজেক্ট	১৯
সমৃদ্ধি কর্মসুচি	২০-২১
প্রবীন জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন কর্মসুচি	২২
ভিজিডি কর্মসুচি	২৩
সবল প্রকল্প	২৪
শিক্ষাবৃত্তি কর্মসুচি	২৫
প্রশিক্ষণ কর্মসুচি	২৬
দিবস উদযাপন	২৭
কেইস স্টাডি	২৮ - ৩১
অডিট রিপোর্ট	৩২ - ৩৪

সভাপতির বাণী

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা(আরডিএস) ১৯৯৩ সালে টেকসই আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে দরিদ্রদের জন্য কাজ করার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। হাটি হাটি পা-পা করে সংস্থাটি বর্তমানে শেরপুরের বাইরে তার কার্যক্রমকে প্রসারিত করেছে।

সংগঠনের চেয়ারপার্সন হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করি যে, আরডিএস তিন দশকের বেশি সময় ধরে সমাজের প্রান্তিক মানুষের সাথে স্বতস্ফুর্তভাবে তার বৈচিত্র্যময় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, প্রবীণ কর্মসুচি, বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, কৃষি, অধিকার, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা তথা ধারাবাহিকভাবে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন কার্যক্রম। তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং সামাজিক মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে আরডিএস তার স্বীয় ক্ষেত্রে দক্ষতার ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আরডিএস ও দাতা সংস্থার যৌথ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত কর্মী ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদ তৈরী করছে এবং সেই সংস্থার মনিটরিং টীম ও নিরীক্ষা বিভাগ তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদেরকে বিকশিত করেছে। আমি তাদের পেশাদারিত্বের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করছি।

সংস্থাকে একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সেবার সুযোগ দানের জন্য আমি আরডিএস এর সাধারণ পরিষদ ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই আশা ব্যক্ত করছি যে, আরডিএস তার পরিষেবাগুলো বৃহত্তর জনগোষ্ঠির মধ্যে প্রসারিত করে তাদের উন্নত জীবন ধারায় অবদান রাখতে সক্ষম হবে ।

তরুন চক্রবর্তী
সভাপতি।

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা(আরডিএস) এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছ। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আরডিএস বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে আরডিএস এর ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কর্মকান্ড সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। মানুষের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের রূপকল্প নিয়ে ১৯৯৩ সাল থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে আরডিএস নীবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে আমরা স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকজন ও সরকারের সহায়তায় আমাদের কর্মসুচি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিগত অর্থবছরে আমার লক্ষাধিক জনগণকে আমাদের সেবার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছি।

সমাজে সর্বাঙ্গীন সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার মহৎ মিশন নিয়ে সকলের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আরডিএস তার সক্ষমতার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। আরডিএস তার কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকারভোগীদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, কৃষি, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নারী অধিকার ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করেছে।

সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তর, দেশী বিদেশী দাতা সংস্থার নিরবিচ্ছিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা, পরাশর্শ এবং আমাদের দক্ষ কর্মী বাহিনীর নিরলস ঐক্যান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের কর্মস্পৃহাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। তাদেরা বদানের কারণেই আরডিএস অত্র অঞ্চলে সকলের গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে। আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ভবিষ্যতের কর্মসুচি বাস্তবায়ন ও দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে আরডিএস এর সকল স্তরের কর্মী-কর্মকর্তা, দাতা, পরামর্শক, আর্থিক সহযোগি সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রত্যাশা করছি।

প্রতিবেদনটি প্রস্তুতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

মোঃ নূরু উদ্দিন
নির্বাহী পরিচালক
আরডিএস।

আরডিএস প্রায় ৩১ বছর ধরে দারিদ্র ও চরম দারিদ্রতার মধ্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। ১৯৯৩ সালের ১ অক্টোবর আরডিএস তার নিজস্ব সম্পদ নিয়ে শেরপুর সদর উপজেলার চরশেরপুর ইউনিয়নের পূর্ব টাংগারপাড়া গ্রামে ২০ জন দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে ছোট দল গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমের যাত্রা শুরু করে। কাজের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে আজ প্রায় ৭৭,০০০ পরিবারের সাথে কাজ করে গভীরভাবে প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে সংস্থাটি ০৭ টি জেলা জুড়ে তার ভৌগলিক পদচিহ্ন প্রসারিত করেছে। প্রায় ৩১ বছরের এই দীর্ঘ যাত্রায় সংস্থাটি টেকসই সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগনের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এর মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, তাদের অধিকার এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টি সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

এছাড়া তাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি করতে এবং সামাজিক মূল ধারায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার দক্ষতা তৈরীতে আরডিএস অঙ্গীকারবদ্ধ।

আরডিএস পারিবারিকভাবে ও সামাজিকভাবে উপেক্ষিত নারী-পুরুষ, শিশু, প্রতিবন্ধি ও অবহেলিত প্রবীনদের জন্য কাজ করছে।

আরডিএস স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সু-শাসনের উপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ এবং ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়র্কিং, অ্যাডভোকেসী সহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে (এসডিজি) বিভিন্ন কর্মসূচির সাথে কার্যকরী ভাবে জড়িত।

আরডিএস তার নিজস্ব নীতি আদর্শ মূল্যবোধ এবং জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তার কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করে থাকে।

০১ • সমাজ সেবা অধিদপ্তর

০২ • মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

০৩ • এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

ভিশন

আরডিএস ক্ষুধা ও নিরক্ষরতা থেকে মুক্ত একটি সমাজকে কল্পনা করে যেখানে প্রত্যেকে মর্যাদা এবং ন্যায়বিচার উপভোগ করবে।

মিশন

স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার ও চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম চালু করা

লক্ষ্য

দরিদ্র, অবহেলিত, পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর চাহিদা, দক্ষতা আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন, কলা কৌশল নির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী, পুরুষ , শিশু নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর মানুষের সুষম ও সার্বিক উন্নয়ন সংস্থার মূল লক্ষ্য।

উদ্দেশ্য সমূহ

ক. সংগঠনটি একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী মানবকল্যাণমূখী প্রতিষ্ঠান।

খ. আর্থ-সামাজিকভাবে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে গ্রাম/মহল্লা ভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করা।

গ. বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের প্রায় অর্ধেক নারী যারা অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং চাকুরী ও পরিসেবা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে খুবই পশ্চাৎপদ এবং অবহেলিত জনগোষ্ঠী। প্রশাসনিক ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ সংস্থার একটি অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ঘ. স্থানীয় সম্পদ ও প্রযুক্তি চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন।

ঙ. প্রশিক্ষণ এবং উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচির মাধ্যমে লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও সচেতন করে তোলা।

চ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা প্রদান করা (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রম)।

ছ. মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ মাতৃত্ব, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানীয় জল, রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা ও বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য তথা জনসম্পদের মান উন্নয়ন করা।

জ. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেশ সংরক্ষণে সংস্থা গণসচেতনতা সৃষ্টি, বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়ন, পরিবেশ বান্ধব চুলার ব্যবহার, নাবায়নযোগ্য শক্তির (সৌর শক্তি ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট) ব্যবহার ও সম্প্রসারণ, পরিবর্তিত জলবায়ু উপযোগী প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে পরামর্শ সহযোগিতাসহ যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

ঝ. লক্ষ্যভূক্ত জনগোষ্ঠীকে আয়বর্ধন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্ভাব্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

ঞ. সর্বোচ্চ মানবাধিকার এবং মানবিক মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, শিশুর স্বাভাবিক শৈশব নিশ্চিতকরণ এবং শিশুশ্রম নিরসনে সম্ভাব্য কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

ট. সম্প্রসারিত কৃষি প্রযুক্তি সর্ম্পকে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং কৃষিভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান।

ঠ. জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সহযোগী সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সর্ম্পক স্থাপন।

ড. সমাজে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনকল্পে সমমনা ও সহযোগী সংগঠনগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে যাওয়া।

ঢ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।

ণ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত বিভিন্ন জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে পালন করা।

ত. দরিদ্র, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সচেতন করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংগঠিত করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ঋণ সহায়তা প্রদান ও তাদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে আয় বৃদ্ধি, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

থ. দুর্যোগ মোকাবেলায় সচেতনতা বৃদ্ধি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান।

দ. প্রতিবন্ধীদের কারিগরী সহায়তা প্রদান ও উন্নয়ন মূলক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ধ. বয়স্ক নারী ও পুরুষদের পুনর্বাসনে সহযোগিতা করা।

ন. সামাজিকভাবে অপসংস্কৃতি রোধকল্পে যুব সমাজকে সংগঠিত করা।

এসডিজি এর সাথে সংগতি রেখে আরডিএস এর কর্মসুচি সমুহ ঃ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি	কৃষি কর্মসুচি (সবল, আরএমটিপি প্রকল্প)	স্বাস্থ্য কর্মসুচি	শিক্ষা কর্মসুচি
ভিজিডি কর্মসুচি	বিডি রুরাল ওয়াশ কর্মসুচি	সৌরবিদ্যুৎ কর্মসুচি	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি, রেইজ, এলআরএল, আরএমটিপি, সমৃদ্ধি কর্মসুচি
বুনিয়াদ, এলআরএল কর্মসুচি	গৃহায়ন কর্মসুচি	সৌরবিদ্যুৎ কর্মসুচি	ক্ষুদ্রঋণ কর্মসুচি, ভিজিডি, সবল প্রকল্প

সাংগঠনিক কাঠামো

আরডিএস এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে তিনটি সাংগঠনিক স্তর রয়েছে।

০১. সাধারণ পর্ষদ ঃ

আরডিএস এর সাধারণ পর্ষদ ২১ জন (৮ জন মহিলা, ১৪ জন পুরুষ) সদস্য নিয়ে গঠিত। যারা সকলে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। বছরে ২টি সাধারণ পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ পর্ষদ কার্য নির্বাহী পর্ষদ গঠন, বার্ষিক বাজেট, আয়-ব্যয়, কর্ম পরিকল্পনা অনুমোদন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমুহ সমাধানে কার্যকর সিদ্ধান্ত প্রদান করে থাকেন।

তরুন চক্রবর্তী	এড্ঃ এ.এইচ.এম. নূরে আলম হীরা	মোঃ নূরু উদ্দিন	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বকুল)	এড্ঃ রৌশনারা বেগম
কৃষিবিদ পার্থ সারথী কর	মোহসিনা আক্তার	জয়শ্রী দাস	আলহাজ্ব মোঃ আবু জাফর	লুৎফুন্নাহার
এডঃ এ.কে.এম. মোসাদ্দেক ফেরদৌসী	মলয় মোহন বল	নিরু শামসুন নাহার	মোঃ ইমান আলী	মোঃ আঃ খালেক
এড্ঃ আশরাফুন্নাহার	মোছাঃ ইয়াছমিন বেগম (মীরা)	রুনা লায়লা	এস.এম. শোয়েব হোসেন	মোঃ আমিনুল ইসলাম
		মোঃ হুমায়ুন কবির		

০২ কার্যনির্বাহী পর্ষদ ঃ

সাধারণ পর্ষদ সদস্যদের দ্বারা ৩ বছর মেয়াদে ৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পর্ষদ নির্বাচিত হয়। এই পর্ষদ সংস্থা সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নীতিনির্ধারন ও দিক নির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব রয়েছে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক পদাধিকারবলে কার্যনির্বাহী পর্ষদ এর সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

তরুণ চক্রবর্তী
সভাপতি

এড্ঃ এ.এইচ.এম নূরে আলম হীরা
সহ সভাপতি

মোঃ শাহাদাৎ হোসেন (বকুল)
কোষাধ্যক্ষ

মোঃ নূরু উদ্দিন
সদস্য সচিব

মোহসিনা আক্তার
সম্মানিত সদস্য

এড: রীশনারা বেগম
সম্মানিত সদস্য

কৃষিবিদ পার্থ সারথী কর
সম্মানিত সদস্য

সাধারণ প্রশাসন ঃ

নির্বাহী পরিচালক হলেন সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান। তিনি সংস্থার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পেশাদার কর্মীদের সহায়তা প্রদানে প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি নিম্ন লিখিত বিভাগ সমূহের মাধ্যমে সংস্থার সকল কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকেন।

বিভাগ সমূহ ঃ

১। প্রোগ্রাম ঃ
- **–ক্ষুদ্র ঋণ বিভাগ**
- **– সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ**

২। মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা (HRM) ও প্রশাসন বিভাগ
৩। প্রশিক্ষন বিভাগ
৪। ফিন্যান্স বিভাগ (Finance & Accounts)
৫। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ
৬। তথ্য প্রযুক্তি (IT) বিভাগ
৭। যোগাযোগ, প্রকাশনা ও গবেষণা বিভাগ

সংস্থার বর্তমান কর্ম এলাকা ঃ

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) ১৯৯৩ সালে শেরপুর জেলা থেকে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে সংস্থাটি ০৬ টি জেলার ১৭১ টি ইউনিয়নের ১১৪৭ টি গ্রামে ৭৬,৪১৯ টি পরিবারের ১,২৩,৩২০ জন উপকার ভোগীর মাঝে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে।

আরডিএস এর কর্ম এলাকা ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	উপকারভোগীর সংখ্যা	
১	শেরপুর	০৫	৪৪	২৬৮	৭৪,৪৯৩	
২	জামালপুর	০৪	৩৪	৪১৩	১৩,৯০৬	
৩	ময়মনসিংহ	১০	৭৩	২৯২	২৫,১১৭	
৪	টাংগাইল	০৩	৬	৭১	২,৩৮৬	
৫	গাজীপুর	০১	৫	২৮	২,৮৯৫	
৬	নেত্রকোনা	০১	০৯	৭৫	৪,৫২৩	
	মোট	২৪	১৭১	১১৪৭	১,২৩,৩২০	

কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

বর্তমানে এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৩৩৪ জন।

বিবরন	নারী	পুরুষ	মোট
স্থায়ী কর্মী	৭৩	২৫০	৩২৩
প্রকল্প ভুক্ত কর্মী	৪৫	১৩	৫৮
মোট	১১৮	২৬৩	৩৮১

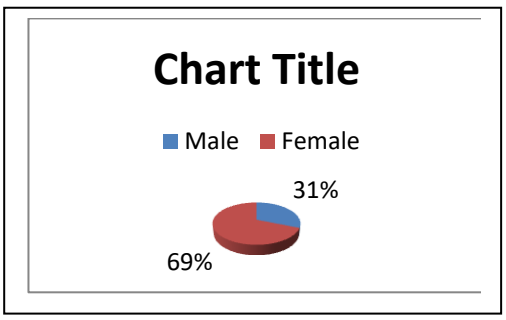

প্রধান কর্মক্ষেত্র সমূহ ঃ

- দারিদ্র বিমোচন
- স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন
- কৃষক ও কৃষি উন্নয়ন
- নারীর ক্ষমতায়ন
- যুবদের প্রশিক্ষন ও কর্মসংস্থান
- প্রতিবন্ধি, প্রবীন সহায়তা
- শিশু অধিকার ও শিক্ষা
- গৃহহীনদের জন্য বাসস্থান
- নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ
- জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা
- নেট ওর্য়াক, সুশাসন ও এডভোকেসী

সংস্থার উপকারভোগী

- গ্রাম, শহর ও বস্তি এলাকার সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী
- দরিদ্র পরিবারের শিশু, যুব, প্রবীন, প্রতিবন্ধি
- ক্ষুদ্র উদোক্তা ও ব্যবসায়ী
- ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক
- উপজাতি

আরডিএস এর বর্তমান উপকারভোগী

মহিলা- ৮৩,৮৫৭ জন
পুরুষ- ৩৮,৫৫৯ জন
শিশু- ৯০৪ জন
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা- ১,২৩,৩২০ জন

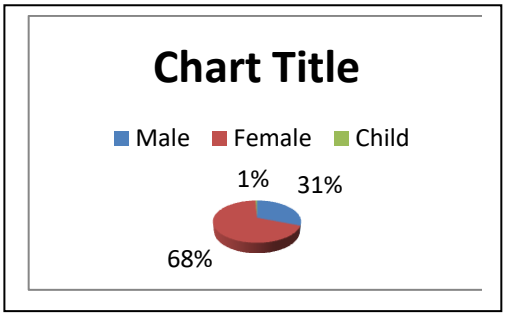

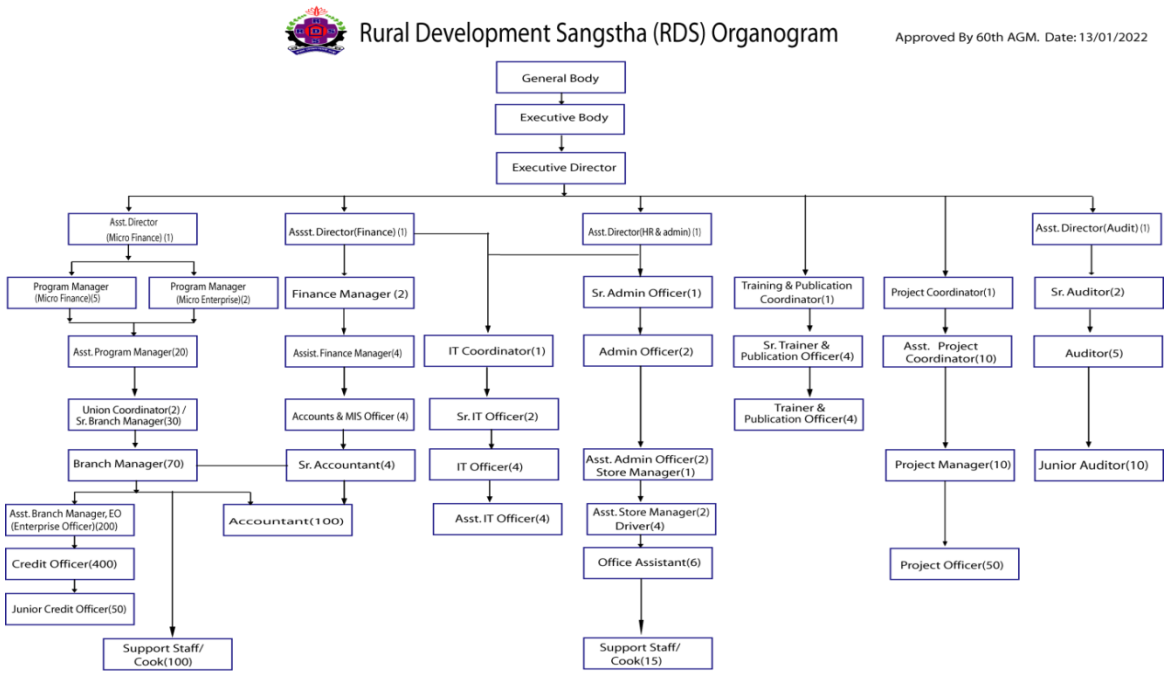

RDS Organogram

আরডিএস এর সহযোগী সংস্থাসমূহ

আরডিএস এর চলমান কর্মসূচি সমূহ ঃ

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে টেকসই ভাবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে আরডিএস এর লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন এর লক্ষ্য ও মৌলিক চাহিদা পুরণে কাজ করে যাচ্ছে। জীবন চক্রের প্রতিটি ধাপে মানুষের সার্বিক বিকাশে আরডিএস মানব কেন্দ্রিক কার্যক্রম সমূহ পরিচালনা করছে। এছাড়াও আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব মর্যাদার দর্শনকে সামনে রেখে আরডিএস এর চলমান কর্মকান্ডসমূহ এগিয়ে চলছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যাহা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সঞ্চয় কর্মসুচি

সঞ্চয়ই ভবিষ্যৎ এই উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে আরডিএস ১৯৯৩ সাল থেকে সঞ্চয় কার্যক্রম শুরু করে। মানুষের দুর্দিনের জন্য বা ভবিষ্যতের জন্য যা জমা রাখে তাই হলো সঞ্চয়। মানুষ অনেক আশা করে তার সঞ্চয় করে যাতে তারা ভবিষ্যতে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে ও আপদকালীন সময়ে তারা এ সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারে। জুন/২০২৩ পর্যন্ত আরডিএস এ ৪৭,৩০৫ জন সদস্যর বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ২৮,৮০,২১,১৮২/- টাকা, স্বেচ্ছা সঞ্চয় ৩,৩৫,৮২,৮৭৮/- টাকা এবং মেয়াদী সঞ্চয় ৭,২৪,৩৩,৯৩৩/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট ৩৯,৪০,৩৭,৯৯৩/- টাকা সঞ্চয় জমা আছে।

বিগত ৫ বছরের সঞ্চয়ের প্রবাহ চিত্র ঃ

বিবরণ	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩
সঞ্চয় জমা (লক্ষ টাকা)	১৩৩৬.৭৩	১৫৯৮.৮১	১৮৬২.১৯	১৯০৮.০২	৩৫৬৯.৯৭	৪১০১.১১
সঞ্চয় ফেরত(লক্ষ টাকা)	১২৭৩.৭০	১০৭৭.৮৫	১৩৯৫.১২	১৮৭৯.৩৬	২৫৬৬.৫৪	৩৭৫৯.৪৮
সঞ্চয় স্থিতি (লক্ষ টাকা)	১৫৭৮.৬৩	২০৯৯.৬০	২৫৬৬.৬৭	২৫৯৫.৩৩	৩৫৯৮.৭৫	৩৯৪০.৩৮
সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা (জন)	২৬,৯০৫	৩২,৯২০	৩৭,৯১৯	৩৬,৭৩৮	৪৫,০০২	৪৭,৩০৫
মাথাপিছু সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	৫,৮৬৭	৬,৩৭৮	৬,৭৬৮	৭,০৬৪	৭,৯৯৭	৮,৩৩০

ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি

আরডিএস দেশের শহর, বস্তি ও গ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র, অবেহেলিত ও পশ্চাৎপদ মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের মৌলিক চাহিদা পুরন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, বেকারত্ব দূরীকরণে এই কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে আরডিএস পিকেএসএফ ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ৫টি জেলায় ও ২৪টি উপজেলায় ৩৭টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ঋণের খাত ভিত্তিক উপকোরভোগী ও ঋণের পরিমাণ ঃ

ঋণ খাত এর নাম	উপকারভোগী	ঋণের পরিমাণ
বুনিয়াদ	বস্তিবাসী, ভিক্ষুক, দিনমজুর, মৌসুমী শ্রমিক, জেলে, কামার, কুমার, রিক্সা, ভ্যান ও নৌকা চালক ইত্যাদি।	১০,০০০- থেকে ৩০,০০০/-
জাগরণ	গ্রামীন ও শহুরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, চরাঞ্চলবাসী, আদিবাসী	২০,০০০ থেকে ৭০,০০০/-
অগ্রসর	গ্রামীন ও শহুরে উদ্যোক্তা	৭০,০০১ থেকে -১০,০০,০০০/-
সুফলন	প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র চাষী, কৃষিজাত পণ্য ব্যবসায়ী	১০,০০০ থেকে ৩০,০০০/-
গৃহায়ন	গৃহহীন বা জীর্ণগৃহে বসবাসকারী গ্রামীন ও শহরে দরিদ্র জনগোষ্ঠী	১,৩০,০০০/-
এমডিপি	মাছ চাষ, গবাদি পশু পালন ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গ্রামীন ও শহুরে উদ্যোক্তা।	৭০,০০১ থেকে -১০,০০,০০০/-
এমডিপি-এএফ	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষি, মাছচাষ, পশুপালন, পোল্ট্রি ও সেবা খাতের উদ্যোক্তা।	৭০,০০১ থেকে -১০,০০,০০০/-
এলআরএল	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ সকল সদস্য।	১০,০০১ থেকে -১,০০,০০০/-
রেইজ	করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তা, তরুণ উদ্যোক্তা	৭০,০০১ থেকে -১০,০০,০০০/-
আয়বর্ধক	নালিতাবাড়ী ইউনিয়নের বাছাইকৃত ৬,৬০০টি পরিবার	১০,০০০- থেকে ১০,০০,০০০/-
বিডি রুরাল ওয়াশ	শেরপুর, জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার গ্রামাঞ্চলে আরডিএস উপকারভোগী সকল সদস্য	২০,০০০- থেকে ৫০,০০০/-

বুনিয়াদ

বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে আমাদের সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত সামাজিকভাবে অনগ্রসর লোকদেরকে একত্রিত করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় গতানুগতিক ঋণ কার্যক্রম থেকে বাইরে এনে তাদের জন্য সহনীয় ও প্রয়োজনীয় ঋণ কার্যক্রম অন্যান্য সহযোগিতা পরিচালনা চলমান রয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১৪২২ জন
ঋনী সংখ্যা	১১৮৯ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমান	২,৬৬,৭১,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	৫৮,৮৫,৯৩৪/- টাকা
ঋণ স্থিতি	১,৫৪,২৩,৮০২/- টাকা

জাগরণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহর অঞ্চলে গৃহভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯০ সাল থেকে গ্রামীন দরিদ্র পরিবার ভিত্তিক আয় সৃষ্টিকারী কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য গ্রামীন ক্ষুদ্রঋণ নামে কর্মসূচি চালু করে। পরবর্তী ১৯৯৯ সালে গ্রামীন এলাকায় দরিদ্র পরিবারদের জন্য তা পরিবর্তিত হয়ে জাগরণ নামে কর্মসূচি চালু করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আরডিএস বাংলাদেশের ৫টি জেলার ২৪ টি উপজেলায় ১৬৯ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ৯৫৪ টি গ্রামে জাগরণ ঋণ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে। বর্তমানে ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে ২,৭৬০ টি সমিতি চলমান আছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে জাগরণ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	২৯,৭০৯ জন
ঋণী সংখ্যা	২০,২৮২ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমান	৮৫,৩৬,৪১,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	১৭,৮৫,১৬,৫৭৮/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৪৭,০২,৭১,৫৬৩/- টাকা

অগ্রসর

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এমএফআই সমূহ তাদের পরিচালিত কর্ম এলাকায় অতি দরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারকে সংঘঠিত করে বিভিন্ন প্রকার সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও দক্ষতা উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এর মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরীতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। দেশের ব্যাংকিং খাতে সবার জন্য প্রবেশাধিকার সমান সুযোগ না থাকা এবং অনেক শর্ত সাপেক্ষ বিধায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমুহের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, খামারী, মাঝারি ব্যবসায়ীদের প্রকল্প/উদ্যোগ পরিচালনার ক্ষেত্রে মুলধন সংগ্রহ করা বেশ কষ্টসাধ্য। পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় আরডিএস ২০১১ সাল থেকে অগ্রসর ঋণ চালু করে। যাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা, মাছ চাষ, গাভী পালন, ধানের ব্যবসা ইত্যাদি রয়েছে এমন সদস্যদেরকে আরডিএস অগ্রসর ঋণ দিয়ে থাকে। অগ্রসর নিয়ে অনেক সদস্য আত্ম কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করছে এবং দেশের জিডিপি বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। আরডিএস এর অগ্রসর ঋণের মাধ্যমে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে অগ্রসর ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১৪,০৩০ জন
ঋনী সংখ্যা	১২,৩৫৩ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমান	১২৩,৪০,৩৫,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	১৮,১৯,৬৮,৪৪৯/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৬৬,০৭,১৫,৪১৮/- টাকা

সুফলন

প্রান্তিক চাষীদের মাঝে স্বল্প সুদে এই ঋণ প্রদান করা হয়। কৃষি খাত ও পশুপালন খাতে এক কালীন আদায়যোগ্য এই ঋণ প্রদান করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে সুফলন ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

ঋণী সংখ্যা	৮৩২ জন
ঋণ স্থিতি	৯১,২৩,৭২৫/- টাকা
বিতরণ	২,০০,০০,০০০/- টাকা

গৃহায়ন

সবার জন্য গৃহ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে নিয়ে আরডিএস বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহায়ন তহবিল অর্থনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে ২০১২ সাল থেকে গৃহায়ন ঋণ কর্মসূচি চালু করেন। গৃহহীন বা জীর্ণ গৃহে বসবাসকারী দরিদ্র পরিবার এই প্রকল্পের সদস্য। এই প্রকল্পটি শেরপুর জেলার শেরপুর সদর, জামালপুর জেলার জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলায় চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২৩৯ জনের মাঝে গৃহ নির্মান ঋণ বাবদ ২,০৩,৩০,০০০/-টাকা বিতরন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে গৃহায়ন ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	১০৩ জন
ঋনী সংখ্যা	১০৩ জন
বিতরণকৃত ঋণের পরিমান	৫২,০০,০০০/- টাকা
সঞ্চয় স্থিতি	০
ঋণ স্থিতি	৬৭,৩৫,৬৮০/- টাকা

এমডিপি ঋণ

এমডিপি ঃ (মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট)
কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দুরীকরণের লক্ষ্য নিয়ে বিশেষ ধরণের টেকসই উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য এমডিপি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। সাধারণত মৎস্য চাষ, গাভী পালন ও আসবাবপত্র তৈরীর জন্য এ ঋণ দেয়া হয়। সাধারণত ঃ প্রত্যক্ষভাবে মালিক চালিত এবং পরিবারের সদস্যসহ অনধিক ১০ (দশ) জন নিয়োজিত কর্মচারী আছে এমন প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়। আরডিএস প্রতিটি শাখায় ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে এমডিপি ঋণ কার্যক্রমের তথ্য

সদস্য সংখ্যা	১৭৩ জন
ঋনী সংখ্যা	১১৪ জন
সঞ্চয় স্থিতি	২২,৯৪,৩১২/- টাকা
ঋণ বিতরণ	১,৫৫,১৫,০০০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	৯০,৫৩,১৪৬/- টাকা

এমডিপি এএফ ঋণ

(মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এডভান্ড ফাইন্যান্সিং)

কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্রউদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরোদ্ধারের সহায়তার লক্ষ্যে এই প্রকার ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সাধারণত কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোগ তথা ম্যানুফ্যাকচারিং, ট্রেডিং, কৃষি, মৎস ও প্রানী সম্পদখাতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ সমুহের মধ্যে যে সকল উদ্যোগের পরিচালন মুলধন ১০% হতে ২০% হ্রাস পেয়েছে সে সকল উদ্যোগকে পুনরিজ্জীবীতকরনের লক্ষ্যে এই ঋণ প্রদান করা হয়।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে এমডিপি-এএফ ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

সদস্য সংখ্যা	৩৪৫ জন
ঋনী সংখ্যা	৩৩২ জন
সঞ্চয় স্থিতি	৭৫,৬৬,০৯৬/- টাকা
ঋণ বিতরণ	৪,৪২,৫৯,০০০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	২,৬৬,৪২,৮০৯/- টাকা

রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ) প্রজেক্ট

Recovery & Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) project

কোভিড-১৯ এ বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নিম্ন আয়ের লোক। নিম্ন আয়ের লোকদের ক্ষতি পুষিয়ে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (PKSF) যৌথ সহায়তায় আরডিএস শেরপুর, টাংগাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল কম আয়ের যুবকদের জন্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকারত্ব দুরীকরণ এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে রেইজ প্রকল্পের কার্যক্রমের তথ্য

সঞ্চয়ী সদস্য সংখ্যা	৫৪৩ জন
ঋণী সংখ্যা	৫২৭ জন
সঞ্চয় স্থিতি	৯৮,০৪,৩০৫/-টাকা
বিতরণ	৫,৫৫,৭৬,০০০/- টাকা
ঋণ স্থিতি	২,৯৯,১০,৯৯৮/- টাকা
মাস্টারক্রাফট(ওস্তাদ) নির্বাচন	২৩ জন
বেকার যুবকদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ	৪৫ জন
ঝুকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায়িক ধারাবাহিকতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৪৯৯ জন

BD RURAL WASH For HCD Project

এসডিজি এর ৬ নম্বর গোল অনুযায়ী কর্ম এলাকায় সকলের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও নিরাপদ পানি এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে গ্রামীন জনগোষ্ঠীকে ১০০% স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানির আওতায় আনার জন্য পিকেএসএফ ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় বিডি ওয়াস প্রকল্পটি চালু করা হয়। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা ও জনগণের সার্বিক পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থা এবং জীবন মানের উন্নয়ন করা।

আরডিএস এর কর্ম এলাকার মধ্যে মোট ২২টি শাখা এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বিডি রুরাল ওয়াস ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

বিবরণ	স্যানিটেশন ঋণ	ওয়াটার ঋণ
সদস্য সংখ্যা	২১৪৯ জন	৭৪৫ জন
ঋনী সংখ্যা	২১৪৯ জন	৭৪৫ জন
ঋণ বিতরণ টাকা	৩,৬৭,২৬,০০০/-	১,৫৪,৯৭,০০০/-
অনুদান প্রদান (টাকা)	১,১২,৭২,০০০/-	---
ঋণ স্থিতি	২,৩৩,৬২,৯৬৪/-	১,০১,৪০,০২৪/-

সমৃদ্ধি কর্মসুচি (ENRICH)

রুরাল ডেভেলপমেন্ট সংস্থা (আরডিএস) ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মরিচপুরান ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি,স্যানিটেশন ও ভিক্ষুক পুণর্বাসনসহ নানাবিধ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি পিকেএসএফ থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই ইউনিয়নে ঋণ গ্রহণে আগ্রহী পরিবারসমূহের পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পরিবারের বর্তমান আয়ের অবস্থা ও সক্ষমতা নিরুপণ করা হয়। পরিবার উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উপযুক্ত খাতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, ঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিবারটির যে সম্পদ ও সক্ষমতা রয়েছে তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে পরিবারের সক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়াস নেয়া হয়। প্রত্যেক সদস্যের ঋণ চাহিদা ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বিবেচনা করে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় তিন ধরণের ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন ঃ -

১) আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ঋণ
(২) জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ঋণ
(৩) সম্পদ সৃষ্টি ঋণ।

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে আয়বৃদ্ধিমূলক ঋণ কার্যক্রমের তথ্য ঃ

বিবরণ	আয়বৃদ্ধিমূলক	জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন	সম্পদ সৃষ্টি
সদস্য সংখ্যা	১,০৮৩ জন	৫৬ জন	৫১ জন
ঋণী সংখ্যা	৮০৩ জন	৫৬ জন	৫১ জন
সঞ্চয় স্থিতি	৮০,০২,৩১৯/-টাকা		
ঋণ বিতরণ	৪,৬১,১৮,০০০/-টাকা	৫,৮০,০০০/-টাকা	১১,৯০,০০০/-টাকা
ঋণ স্থিতি	২,৫০,৫১,৮৭৭/- টাকা	৩,৯৪,৫৯১/- টাকা	৯,৩৬,৬৬৯/- টাকা

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ঋণ কার্যক্রম ছাড়াও নিম্ন বর্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে সমৃদ্ধি কর্মসুচির কার্যক্রমের তথ্য

স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক উঠান বৈঠক	৫৭৬ টি
ষ্ট্যাটিক ক্লিনিক আয়োজন	২৯৮ টি
স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজন	৯৬ টি
সাধারন স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	০৮ টি
বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন	০১ টি
বিনামুল্যে ছানী অপারেশন	৭৯ জন
ডায়াবেটিস পরীক্ষা	৮৫০ জন
প্রেসার পরিমাপকারী	৪২১৭ জন
চলমান শিক্ষা কেন্দ্র	৩০ টি
শিক্ষার্থীর সংখ্যা	৯০০ জন
যুব ওয়ার্ড সভা আয়োজন	৫৪ জন
যুব ইউনিয়ন সভা আয়োজন	০২ টি
সমৃদ্ধি ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন	৪৫ টি
সমৃদ্ধি ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটির সভা আয়োজন	০৩ টি
ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদন	২১৮৪০ কেজি
আয়বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ জন

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম

মানুষ তার জীবনের একটা পর্যায়ে এসে বয়স যখন ষাটোর্ধ হয়ে যায় তখন সে প্রবীণের পর্যায়ে চলে আসে। আর এই সময়টাতে সে অকর্মন্য, দূর্বল ও শক্তি সামর্থহীন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত অসহায়ত্ব উপলব্ধি করে। মানুষের এই অসহায় সময়ে প্রবীণদের পাশে দাড়িয়ে তাদের জীবনমান উন্নয়নে উৎসাহ, উদ্দীপনা, সাহস দেয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিভিন্ন উপকরণ বিতরণ ও আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে আরডিএস পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। আরডিএস মরিচপুরান ইউনিয়নে ১,৮৩২ জন প্রবীন নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রবীণদের জীবনমান উন্নয়নে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

প্রবীণ কর্মসূচির আওতায় নিম্ন বর্নিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

প্রবীণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্ড সভা	৫৪ টি
প্রবীণ কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ইউনিয়ন সভা	৪ টি
শ্রেষ্ঠ প্রবীন সম্মাননা	০৫ জন
শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা	০৫ জন
মৃতের সৎকার	০১ জন
মৃতের সৎকারের জন্য অর্থ প্রদান	২০০০ টাকা
হুইল চেয়ার প্রদান	০৪ টি
স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সেবা গ্রহনকারী প্রবীনের সংখ্যা	২২৩২ জন।

ভিজিডি কর্মসুচি

দুঃস্থ মহিলাদের দক্ষ ও আত্ম নির্ভরশীল করার প্রত্যয় নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বেষ্টনীর একটি সফল প্রকল্প। যা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ২০১৫ সাল থেকে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলার ভিজিডি প্রকল্প নিয়ে কাজ করে আসছে।

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপকারভোগীর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
১ টি	শেরপুর সদর ও ঝিনাইগাতী	১৩ টি	২,৯৫০ জন	০৭ জন

সবল প্রকল্প

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষক বাঁচলে, দেশ বাচঁবে এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে তৃণমূল পর্যায়ের কৃষকদের জীবন মান উন্নতি করার লক্ষ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ট্রেডক্রাফট এক্সচেঞ্জ এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ৬টি, নেত্রকোনা জেলার ০১ টি ও শেরপুর জেলার ৪টি সহ মোট ১১ টি উপজেলার কৃষকদের মাঝে কৃষি প্রযুক্তি, কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর বাজারজাতকরণ, কৃষকদের দক্ষতা ও কৃষি পণ্য উৎপাদক এসোসিয়েশন গড়ে তোলা যাতে তারা স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সু-সর্ম্পক গড়ে তুলতে পারে এবং অংশীদারিত্বের মাধ্যমে স্থায়ী ও টেকসই অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

জেলা	উপজেলা	গ্রাম	দল সংখ্যা	উপকারভোগীর সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা
৩টি	১১ টি	২৭৮ টি	৪১৯টি	১২,৮৪৪ জন	০২ জন

শিক্ষাবৃত্তি কর্মসুচি

ঝড়ে পড়া রোধ ও কিশোর সমাজকে যোগ্য, দক্ষ, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মেধা সমৃদ্ধ প্রজন্ম বিনির্মাণের লক্ষ্যে আরডিএস ২০১৭ সাল থেকে পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় আরডিএস এর উপকারভোগীর দরিদ্র ও মেধাবী ছেলে মেয়েদের এ বৃত্তি প্রদান করে। যাতে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগিতা বৃদ্ধি পায়। ছেলে মেয়েরা উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সমাজে আলোকিত মানুষ হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাজকে সুসংগঠিত করতে পারে। সমাজে আলোক বর্তিকা ছড়াতে পারে এবং সমাজকে নের্তৃত্ব দিতে পারে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩১ জনকে ৩,৯৬,০০০/- টাকা প্রদান করা হয়। আরডিএস এ পর্যন্ত পিকেএসএফ- এর সহায়তায় মোট-১৩১ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ১২,৬৯,৪৩২/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেছে।

প্রশিক্ষণ

মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও জ্ঞান অর্জনের জন্য বিভিন্ন টুলস্ এর মাধ্যমে স্টাফকে প্রশিক্ষত করা হয়। যাতে তারা জ্ঞান বৃদ্ধি করে সংস্থার কর্মকান্ডে নিজেকে সর্ম্পৃক্ত করে সংস্থার কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করাতে পারে। প্রশিক্ষণে নতুন নতুন বিষয়ে তাদের ধারণা ও দক্ষ ট্রেইনারের মাধ্যমে সকলের অংশগ্রহণের দ্বারা একটি সিদ্ধান্তে উপনিত হওয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকে। আরডিএস এ পর্যন্ত ৫৬০ জন ষ্টাফকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

দিবস উদ্‌যাপন

আরডিএস তার নির্ধারিত কর্মকান্ডের পাশাপাশি বিভিন্ন দিবস উদযাপন করে থাকে, যেমন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস, যুব দিবস, মা দিবস, সামাজিক সেবা দিবস, আন্তর্জাতিক নারীদিবস, ১লা বৈশাখে বর্ষবরণ, প্রবীণ দিবস, জাতীয় শোক দিবস, জাতির জনকের জন্মদিন ও শিশু দিবস ইত্যাদি। এই উদযাপনগুলোতে র‍্যালী, দিবসের তাৎপর্যমূলক আলোচনা সভাসহ নানা ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

কেস স্টাডি (২০২২-২০২৩)

আরডিএসএর স্বাস্থ্য সেবাই ফিরিয়ে দিলো ভিক্ষুক আকাব্বরের চোখের জ্যোতি

আকাব্বর আলী শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন ফকিরপাড়া গ্রামের একজন বয়স্ক মানুষ,ভিক্ষা করেই তার সংসার চলে। একদিন তার সবই ছিল, আবাদি জমি ছিল,হালের গরু ছিল, থাকার জন্য ছিল চৌচালা ঘর এমনকি প্রভাবও ছিল। কিন্তু কালের বিবর্তনে সবই শেষ হয়ে এখন সে ভিক্ষুক। সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে, সকালে আবার বেরিয়ে যায় এভাবেই চলতে থাকে তার ভিক্ষাবৃত্তি। রোগে- শোকে জীর্ন-শীর্ন হয়ে গেছে সে, চোখেও ভালো দেখতে পায়না। চোখের জ্যোতি দ্রুত কমতে থাকে। গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে যায়,ডাক্তার বলে অপারেশন করতে হবে, ৭/৮ হাজার টাকা লাগবে। অপারেশন,পেটে ভাত জোটে না, কোথায় বা অপারেশন হবে, এতোগুলো টাকাই বা কে দিবে ? সে মনে মনে ধরেই নিয়েছে যে, অপারেশন-টপারেশন হবে না, এমনিতেই যেভাবে দিন যায় যাক। ভিক্ষার থলে কাঁদে নিয়ে তার দিন চলছিল,এমন সময় দেখে এক বাড়ীতে ২/৩ জন মানুষ সাদা জামা পরে মানুষের প্রেসার মাপছিল। আকাব্বরের কাছে মনে হয়েছিল তারা ডাক্তার হবে। সে এক পা দুপা করে কাছে গেল, সাহস হচ্ছিল না কিছু বলার, দাড়িয়ে দেখছে এবং বুঝতে পারছে যে, এরা ডাক্তার, রোগী দেখছে।

সাহস করে বলল, বাবা আমি চোখে ভালো দেখি না, একটু দেখবেন। ডাক্তার তার চোখ দেখলো, চোখে ছানি পড়েছে, ছয় মাসের মধ্যে অপারেশন করতে না পারলে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে । আকাব্বর বলে, কিভাবে অপারেশন করব বাবা, আমার তো টাকা নাই। সেখানে উপস্থিত ছিল আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচীর স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সে বলল, চাচা একটু অপেক্ষা করেন, আরডিএস এর চক্ষু ক্যাম্প হবে, সেখানে বিনা খরচে আপনার অপারেশন করিয়ে দেব। অপেক্ষার পর চক্ষু ক্যাম্প, অপারেশন হলো আকাব্বরের। এখন সে ভালো দেখতে পায়। আকাব্বরের মলিন মুখে আজ হাসির ঝিলিক।

আরডিএস এর ঋণের টাকাই বদলে দিল জোস্নার ভাগ্য

জোস্না শেরপুর জেলার, নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন মরিচপুরান গ্রামের মজিবর রহমানের স্ত্রী, পেশায় গৃহিনী। বিয়ের পর থেকেই সংসারে অভাব ছিল তার নিত্য দিনের সঙ্গী। শুধুই কি অভাব, দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জুটত না তার পেটে, সংসারে কষ্টের সীমা ছিল না তার। কিন্তু তার ছিল কিছু কারিগরী অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ সে মিষ্টি, জিলাপি, চানাচুর, খোরমা তৈরীসহ নানা ধরনের মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য তৈরী করতে পারতো। পুঁজির অভাবে গ্রামের বিত্তশালীর নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেও ঋণের সুদ টানতেই লভের অংশ শেষ।এভাবেই টানাপোড়ন চলতে থাকে এবং ভারী হতে থাকে মহাজনী ঋণের বোঝা। কোন কিছুতেই যেন অভাব ছাড়ছে না তার। ছুটাছুটি করছিল, কিন্তু অভাব মোচনের পথ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। হঠাৎ শুনতে পেল পাশের বাড়িতে বেশ কিছু লোকজন বসে মিটিং করছে। জেস্না হাটি-হাটি পা-পা করে উপস্থিত হয় সেই মিটিং এ। আলোচনা করছে আরডিএস এর কর্মী, সমিতি গঠন হবে এবং সহজ শর্তে ঋণ দিবে, সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধ হবে সেই ঋণ। ঋণের বিস্তারিত তথ্য জেনে, জোস্না মহা খুশি। আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচির শাখা হতে আইজিএ খাতে ৩০,০০০/=টাকা ঋণ দিয়ে শুরু হয় জোস্নার ব্যবসা । জোস্নার উৎপাদিত মাল দূর-দূরান্ত থেকে পাইকার এসে তার বাড়ী থেকে নিয়ে যায়, বাজারে বিক্রি হয়। তার উৎপাদিত মালের গুনগত মানও ভালো।

এভাবে চলতে থাকে জোস্নার ব্যবসা এবং সংসারটাও চলছে ভালোই । প্রতি মাসে কিস্তি ও সংসারের খরচের পর বেশ কিছু টাকা লভ্যাংশ হিসাবে থাকছে। জোস্না এখন স্বপ্ন দেখছে কিছু আবাদী জমি বন্ধক নিতে পারলে সারা বৎসর ভাতের জন্য চাল কিনতে হবে না, উৎপাদিত ধান দিয়েই মিটবে তার ভাতের যোগান এবং এক ধাপ এগিয়ে নেওয়াও সম্ভব হবে তার সংসার। যেই স্বপ্ন, সেই কাজ। আরডিএস তাকে সম্পদ সৃষ্টি খাত থেকে ঋণ দিল ২০,০০০/-টাকা। ৪০,০০০/=টাকায় জমি বন্ধক রাখলো ২৫ শতাংশ এবং বছরে দুইবার ধানের আবাদ থেকে প্রাপ্ত ধান দিয়ে সারা বৎসর চলে তার খাওয়া এবং ভাতের চাল আর কিনতে হচ্ছে না তার।এখন সে ঋণ নিয়েছে ১,০০,০০০/-টাকা, সঞ্চয়ও জমা হয়েছে ২৫,০০০/-টাকার উপরে। প্রতিনিয়ত বাড়ছে তার আয়-উপার্জন। যেখানে আগে ছিল তার দু'চালা একটি ছোট্ট জীর্ন ঘর, সেখানে আজ ভিটি পাকা বড় চৌচালা টিনের ঘর, আবাদি জমি, পালন করছে উন্নত জাতের গাভী, হাঁস-মুরগী ও কবুতরসহ বাড়ী ভর্তি শাক-সবজি ও ফলের গাছ, ঘরে রয়েছে নানা ধরনের ফার্নিচার, রঙ্গিন টিভিসহ সাজ সরঞ্জাম, ব্যবসারও উত্তরোত্তর উন্নতি। জোস্নার চোখে-মুখে এখন সুখের হাসি।

ঝরে পড়া ছাত্রী মার্জিনা আজ বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখছে

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ী উপজেলাধীন মরিচপুরান ইউনিয়নের ফকিরপাড়া গ্রামের মোঃ মোছা মিয়া ও সেলিনা আক্তারের কন্যা মার্জিনা ফকিরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২য় শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী ছিল। সে নিয়মিত স্কুলে যায়, ভালোই চলছিল তার পড়ালেখা। কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস, দারিদ্রতা গ্রাস করল তার পরিবারকে, মা বাবা দুজনকেই চলে যেতে হলো ঢাকায়। মা অন্যের বাসায় ঝি এর কাজ করে আর বাবা গার্মেন্টস শ্রমিক, মার্জিনা থাকে বাড়িতে বৃদ্ধ দাদির কাছে। অভাব, দারিদ্রতা,অযত্ন,অবহেলা আর অজ্ঞতা মার্জিনার স্কুলে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিল, স্কুল থেকে ঝরে পড়ল সে। স্কুলে না যাওয়া আর দশ জন ছেলে-মেয়েদের সাথে মিশে গেল মার্জিনা, জীবন হয়ে গেল বিপন্ন ও দর্বিসহ। এভাবেই চলতে থাকে কিছুদিন।

আরডিএস সমৃদ্ধি কর্মসূচীর বৈকালিক শিক্ষা সহায়তা **'নদী,** কেন্দ্রের শিক্ষক অরফুলা খাতুন, মর্জিনাকে ডেকে এনে ভর্তি করল শিক্ষাকেন্দ্রে এবং ফকিরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পুনরায় ২য় শ্রেণীতে ভর্তি করে দিল। আবার শুরু হলো মর্জিনার পড়ালেখা। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক প্রতিদিন তার স্কুলের পড়া শিখানোর কাজে সহায়তা করে এবং প্রতিদিন স্কুলে যাওয়ার তাগিদ দেয়। নিয়মিতভাবেই পড়া লেখা চলতে থাকে মার্জিনার। বৈকালিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা সহায়তা পাওয়ার ফলে পরীক্ষার ফলাফলও তার ভালো হয়। ফলে স্কুলের শিক্ষকরাও তাকে গুরুত্ব দেয়া শুরু করে, পিএসসি পরীক্ষায় তার রেজাল্ট হয় ৪.৮৩ এবং সে বৃত্তিও পায়। মর্জিনা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয় ফকিরপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রী বলে মার্জিনা স্কুল থেকেও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছিল। মার্জিনা এখন ৭ম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী। মার্জিনার চোখে মুখে আজ বড় হওয়ার স্বপ্ন, সে পড়া লেখা করে অনেক বড় হবে, মানুষের মতো মানুষ হবে এবং মা বাবা দুঃখ কষ্টকে লাঘব করবে।

ক্রেতাদের আস্থার ঠিকানা রিপন ষ্টোর

” নারী উদ্যোক্তা মরিয়ম আক্তারের সফলতার গল্প”

কোভিড-১৯ ক্ষতিগ্রস্থ উদ্যোক্তাদের একজন ছিল মোছাঃ মরিয়ম আক্তার। স্বামী- মোঃ মাহবুবুর রহমান রিপন পেশায় একজন রাজ মিস্ত্রি। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এর বলাশপুর এলাকায় স্বামী, শ্বশুর, শ্বাশুড়ী ও ১ ছেলে সহ বসবাস করেন মরিয়ম আক্তার। ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের খরচ যোগাতে হিমসিম খেতে হয় একমাত্র উপার্যনকারী স্বামী মাহবুবুর রহমানকে। মরিয়ম আক্তার ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়ালেখা জানা নারী , সে পারিবারিক কাজের পাশাপাশি ব্যবসা করতে চায়। একদিন তার ইচ্ছার কথা স্বামী মাহবুবকে জানায়।

২০১৮ ইং সালের অক্টোবর মাসে স্বামী মাহবুবুর রহমান এর সাথে পরামর্শ করে স্থানীয় আরডিএস বেসরকারী সংস্থা থেকে ৬০,০০০/= (ষাঠ হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজে ৫০ পঞ্চাশ হাজার টাকাসহ ১,১০০০০/=(এক লক্ষ দশ হাজার টাকা) পুঁজি দিয়ে বলাশপুর তাদের বাড়ির রাস্তার পাশেই **রিপন ষ্টোর**নামে মুদির ব্যবসা শুরু করেন মরিয়ম আক্তার। সততার সাথে ভালই চলছিল মরিয়ম আক্তারেররিপন ষ্টোর। প্রতিদিন যে পরিমান বেচাকেনা হতো ভালই লাভ হতো মরিয়মের। দিন দিন তার ব্যবসা এলাকার ক্রেতাদের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাস্টমারের চাহিদা অনুযায়ী মরিয়ম আক্তার দোকানে পন্যের পরিমান বাড়াতে থাকেন্এবং দোকানে একজন কর্মচারী রাখেন। যাকে সে মাসে ৪০০০/= টাকা দিয়ে থাকেন। দোকানের লাভ থেকেই ইতিমধ্যে কিস্তির টাকা পরিশোধ করে ফেলেন মোছাঃ মরিয়ম আক্তার । কিন্তু ২০২০ইং সালে করোনা মহামারীতে মোছাঃ মরিয়ম আক্তার ব্যবসা ধস নামতে শুরু করে। লাগাতার লকডাউন এর কারণে ঠিকমত দোকান খুলতে পারেন না মোছাঃ মরিয়ম আক্তার, অল্প সময়ের জন্য খুললে্ও দোকানের বেচাকেনা একদম কম। কর্মচারীর বেতন , দোকান ভাড়া দিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে মোছাঃ মরিয়ম আক্তার কে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর মোছাঃ মরিয়ম আক্তার কর্মচারীকে বিদায় করে দেন। এদিকে স্বামীর রাজমিস্ত্রির কাজও নেই। দীর্ঘদিন এভাবে চলতে থাকায় দোকানের পুঁজি খরচ করে সংসার চালাতে হচ্ছে মোছাঃ মরিয়ম আক্তারকে।দিন দিন রিপন ষ্টোরের মালামালের পরিমান কমতে থাকে। স্বামীর কাজ না থাকায় ব্যবসায় সময় দিচ্ছেন । কিন্তু মরিয়ম আক্তার দমে যাওয়ার নারী নয়। তার স্বামী মাহবুবুর রহমান বলেন আমার রাজমিস্থির কাজ না থাকায় আমি নিজেও তাকে সহযোগিতা করেছি ।

বলাশপুর এলাকার বাসিন্দা বিউটি আক্তার বলেন মরিয়ম আক্তার সততার সাথে ব্যবসা করে এলাকার ক্রেতাদের আস্থা অর্জন করেছে। এলাকারবাসী নিত্যপ্রয়োজনীয় পন্য মরিয়ম আক্তারের রিপন স্টোর থেকে ক্রয় করে থাকেন। বলাশপুর এলাকার মানুষের কাছে এক আস্থার নাম রিপন ষ্টোর । কিন্তু টাকার অভাবে দোকানে মালামাল তুলতে না পারায় কিছুদিন রিপন ষ্টোর বন্ধ ছিল । করোনার পরবর্তীতে সব কিছু স্বাভাবিক হলে মরিয়ম আক্তার পূনরায় স্থানীয় বেসরকারী সংস্থায় আরডিএস থেকে রেইজ কোভিড-১৯ প্রকল্প থেকে ৮০০০০/= (আশি হাজার) টাকা ঋণ নিয়ে পূণরায় রিপন ষ্টোর চালু করেন। মরিয়ম আক্তারের অদম্য পরিশ্রমের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবসা দিন দিন প্রসার ঘটছে। তিনি পারিবারিক কাজের পাশাপাশি তার ব্যবসা নিয়মিত পরিচালনা করছেন। তার স্বামী রাজমিস্ত্রির কাজের পাশাপাশি বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিয়মিত দোকানে বসছেন এবং পূর্বের কর্মচারীকে পূনরায় দোকানে চাকুরী দিয়েছেন। মরিয়ম আক্তার আরডিএস - রেইজ প্রকল্প থেকে ৩ দিনের ঝঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসা ধারাবাহিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেছেন। মরিয়ম আক্তার তার ব্যবসা চলমান রাখতে আরডিএস রেইজ প্রকল্প আর্থিক সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অডিট রিপোর্ট

RURAL DEVELOPMENT SANGSTHA (RDS)
Consolidated Statement of Financial Position
As at 30 June 2023

Properties and assets	Notes	General Fund and Projects Taka	Micro Credit Program Taka	Total Taka 2022-2023	Total Taka 2021-2022
Non Current Assets:					
Property, plant & equipment	06.00	200,698	52,995,719	53,196,417	79,697,
Total Non-current assets		**200,698**	**52,995,719**	53,196,417	79,697,
				-	
Current assets:					
Loan to Benefeciries	07.00	-	1,304,044,082	1,304,044,082	1,086,353,(
Accounts Receivables	08.00	-	9,077,147	9,077,147	2,307,(
Inventories	09.00	-	-	-	859,:
Debt Service Reserve Account	10.00	-	-	-	52,:
Advances, Deposits and Prepayments	11.00	250,000	1,135,959	1,385,959	5,581,
Investment on FDR	12.00	-	57,737,546	57,737,546	55,870,'
Unsetteled Staff Advances	13.00	-	173,000	173,000	173,(
Staff loan	14.00	68,000	1,302,652	1,370,652	1,225,:
Project.Security	15.00	100,000	-	100,000	2,151,'
Loan to MC / SHS / General Fund	16.00	-	-	-	1,399,1
Cash & cash equivalents	18.00	3,403,625	137,673,791	141,077,416	90,016,:
Total Current assets		**3,821,625**	**1,511,144,177**	**1,514,965,802**	**1,245,990,:**
Total Property and Assets		**4,022,323**	**1,564,139,896**	**1,568,162,219**	**1,325,687,'**
Fund and liabilities:					
Capital fund	19.00	3,828,239	200,472,115	204,300,354	207,184,:
Statutory Reserve Fund	20.00	-	22,274,681	22,274,681	18,311,1
Total Capital Fund		**3,828,239**	**222,746,796**	**226,575,035**	**225,496,:**
Non-Current Liabilities:					
Loans from PKSF	21.00	-	316,254,155	316,254,155	181,933,:
Loans from BB Housing	22.00	-	5,130,327	5,130,327	2,257,1
Loan From Commercial Banks	23.00	-	53,386,411	53,386,411	107,004,:
Total Non Current Liabilities		-	**374,770,893**	**374,770,893**	**291,195,:**
Current Liabilities:					
Accumulated Depriciation	06.00	-	10,264,087	10,264,087	8,507,:
Loan From PKSF	21.00	-	257,058,322	257,058,322	174,316,(
Loan from Housing Fund	22.00	-	2,137,778	2,137,778	1,556,(
Loan From Commercial Banks-(current portion)	23.00	-	149,271,421	149,271,421	106,366,(
Advance from PKSF(Enrich program)	24.00	-	6,195,258	6,195,258	832,4
Other Loan -Short Term	25.00	-	-	-	44,152,1
Member Savings Deposits	26.00	-	394,037,993	394,037,993	359,875,1
Loan Loss Provision(LLP)	27.00	-	70,111,040	70,111,040	36,407,9
Insurance Fund	28.00	-	64,169,143	64,169,143	50,103,1
Gratuity Fund	29.00	-	10,160,511	10,160,511	16,281,2
Inactive Member Savings Fund	30.00	-	211,791	211,791	162,1
Advance from TX/ PKSF			-	-	3,346,5
Advance Salary Tax	31.00	-	2,500	2,500	-
Accounts Payable	17.00	169,084	-	169,084	835,2
Provision for expenses	32.00	25,000	3,002,363	3,027,363	6,253,2
Total Current Liabilities		**194,084**	**966,622,207**	**966,816,291**	**808,996,1**
Total Capital Fund and Liabilities		**4,022,323**	**1,564,139,896**	**1,568,162,219**	**1,325,687,'**

The accompanying notes 1 to 32 form an integral part of these financial statements.

Asst. Director(Finance)
Pallab Karmakar
Asst. Director (Finance)
Rural Development Sangstha (RDS)

Executive Director
(MD. NOUR UDDIN)
Executive Director
RDS-Sherpur-2100

Chairman
Tarun Chakraborty

Subject to our separate report of even d
RDS, Sherpur-2100.

Dated, Dhaka 07 DEC 2023

Khan Wahab Shafique Rahman & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Faruk Ahmed FCA
Partner
Enrolment No. 1591
Firm's Registration: 11970 E.P.
DVC : 2312171591AS23

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

RURAL DEVELOPMENT SANGSTHA (RDS)
Consolidated Statement of Comprehensive Income
for the year ended 30 June 2023

Particulars	Notes	General Fund and Projects Taka	Micro Credit Program Taka	30/06/2023 Taka	30/06/2022 Taka
Income:					
Fund received		-	-	-	692,399
Service Charge on Member Loan		-	274,032,728	274,032,728	181,707,729
Enrich,Provin, BD Wash, RAISE program income		-	9,077,147	9,077,147	3,760,667
Sale On TR/Khabika		-	-	-	17,790,230
Admission /Membership Fees		-	169,980	169,980	204,710
Donation for revenue expenture from PKSF		-	-	-	300,000
Service Charge on Employee Loan		-	-	-	825
Interest on FDR		-	1,963,441	1,963,441	1,202,287
Sale On Pass Book etc.		-	224,660	224,660	258,350
Loan Processing Fee/Sale of Loan from		-	236,206	236,206	219,901
Bad Debt realized		-	500	500	2,100
Employee penalty		-	114,023	114,023	115,954
RBA Test		-	19,250	19,250	14,600
Loan loss Provision adjustment		-	-	-	571,347
Office/Mess rent		79,572	1,315,606	1,395,178	982,056
Miscellaneous Income		268,500	420,252	688,752	553,796
Health Card			264,800	264,800	205,000
Donation from PKSF			396,000	396,000	-
Bank Interest		4,551	302,380	306,931	180,496
Form farmat Sale			521,400	521,400	-
Project Income from SABOL/SOLAR		2,557,391	-	2,557,391	524,137
Staff Recruitment		157,550	-	157,550	
Bill Receivable		-	-	-	12,790,086
Interest on Loan		-	-	-	27,967
Total		**3,067,564**	**289,058,373**	**292,125,937**	**222,104,637**
Expenditure:					
Administrative Expenses		-	-	-	2,746,640
Selling and Promotional Expenses		-	-	-	24,170
Financial Expenses		-	-	-	-
Interest on Member Saving		-	21,650,940	21,650,940	15,223,145
Service charge on PKSF Loan		-	19,355,543	19,355,543	14,822,542
Service charge on Housing Loan		-	48,601	48,601	34,564
Electricity,Gas and Water Bill		-	1,379,587	1,379,587	967,630
Interest on others loan		-	2,286,232	2,286,232	1,994,343
Interest on bank loan		-	15,199,624	15,199,624	7,855,255
Salary and Allowance		210,000	88,070,377	88,280,377	71,585,845
Festival Bonus		-	7,877,071	7,877,071	8,609,969
Postage,Telephone and Internet		14,700	2,430,913	2,445,613	2,081,099
Fuel Cost		8,400	1,595,967	1,604,367	1,458,650
Conveyance and Travelling		4,670	1,909,464	1,914,134	1,607,572
Newspaper and Periodicals		-	6,660	6,660	6,690
Legal Exp		-	878,750	878,750	510,696
Loan and loss Exp (LLE)		-	43,370,290	43,370,290	10,805,338
Depreciation		55,485	1,664,020	1,719,505	1,685,939
Amortization		-	112,526	112,526	105,048
Rebate on Motorcycle loan		-	-	-	55,992
Advertiseement and Circulation		-	111,415	111,415	55,145
Automation charge		-	748,961	748,961	655,103
Gratuity		-	7,423,073	7,423,073	6,417,865
Contribution to Enrich prog.		-	37,168	37,168	298,726
Health Service		-	15,000	15,000	10,097
Enrich Prog. Exp		-	3,645,383	3,645,383	3,467,385
Provin Prog. Exp			161,285	161,285	393,044
BD Wash Prog. Exp			196,486	196,486	-
RAISE Prog. Exp		-	5,073,419	5,073,419	-

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

ED ,CC,FM.AO Board member Honorarium	254,400	125,160	379,560	449,653
Printing and Stationary	4,109	2,878,515	2,882,624	2,191,941
Office rent and Dormatory	5,100	4,635,059	4,640,159	3,935,192
Entertainment	-	1,353,788	1,353,788	972,537
Training	-	1,946,591	1,946,591	5,958,596
Culture Programe	-	983,932	983,932	-
Other Donation	-	101,967	101,967	-
Day Celebration	-	116,578	116,578	99,068
Meeting and Seminer	524,889	669,828	1,194,717	275,275
Relief & Rehaibation	-	23,100	23,100	158,100
Schoolarship	-	396,000	396,000	300,000
Audit Fee	43,525	220,290	263,815	138,800
Bank Charge	7,283	1,297,748	1,305,031	1,824,781
Project Prosal Cost	280,099		280,099	3,633,956
VAT and Tax	9,865	339,246	349,111	842,208
Rebate On service Charge	-	2,609,710	2,609,710	910,051
Repair & Maintenance	8,395	4,121,319	4,129,714	2,365,371
Miscellaneous Expense	76,590	1,287,003	1,363,593	1,211,529
Registration Fee	-	414,630	414,630	232,415
Staff Recruitment	-	140,573	140,573	273,390
Form format Purchase	-	520,400	520,400	-
Formar Knowledge Sharing Platfrom	-	-	-	436,168
Support to establish Seeds Bank	-	-	-	2,290,632
Office/ Other Service	-	-	-	23,370
Project Office Service	-	-	-	63,482
RDS Office Service	-	-	-	10,260
Beneficary Advisory Comment Metting	-	-	-	40,022
Beneficary Servery	-	-	-	77,400
On going Mentoring of LA	-	-	-	1,876,863
On going Mentoring of CSO Leader	-	-	-	127,596
Final Evaluation	-	-	-	5,500
Groupe Revitilazation	-	-	-	164,757
Lesdership election	-	-	-	470,338
Mentoring Support to marginalised	-	-	-	342,413
Training of association leaders for eligibility	31,149	-	31,149	-
Training of association leaders on institutional	92,871	-	92,871	-
Group Revitalisation	265,637	-	265,637	-
Salary-Field Coordinator	408,740	-	408,740	-
Travels, accommodation,fuel and others costs	93,118	-	93,118	-
Partner Pay days	399,000	-	399,000	-
Partner Overhead cost	40,401	-	40,401	-
Total Expenditure	**2,838,426**	**249,430,192**	**252,268,618**	**185,180,156**
Net surplus for the year	229,138	39,628,181	39,857,319	36,924,481
Total	**3,067,564**	**289,058,373**	**292,125,937**	**222,104,637**

The accompanying notes 1 to 32 form an integral part of these financial statements.

Asst. Director(Finance)
Pallab Karmakar
Asst. Director (Finance)
Rural Development Sangstha (RDS)

Executive Director
(MD. NOUR UDDIN)
Executive Director
RDS-Sherpur-2100

Chairman
Tarun Chakraborty
President
RDS, Sherpur-2100.

Subject to our separate report of even date.

Dated, Dhaka 07 DEC 2023

KHAN WAHAB SHAFIQUE RAHMAN & CO. Chartered Accountants

Khan Wahab Shafique Rahman & Co.
Chartered Accountants
Signed by: Faruk Ahmed FCA
Partner
Enrolment No. 1591
Firm's Registration: 11970 E.P.
DVC : 2312171591AS2341